ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2185-2193
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.481

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনর্পাঠ: আধুনিকতার ঊর্ধ্বে এক জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণ

ড. আরনা মুখোপাধ্যায়, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

ড. অর্পণ ভট্টাচার্য, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামানন্দ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.06.2026; Accepted: 27.06.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper revisits the intellectual legacy of Ramananda Chattopadhyay (1865–1943), founder-editor of Prabasi and The Modern Review, on the occasion of his 161st birth anniversary, arguing that he resists easy categorisation as merely an editor or journalist. Reading Ramananda through a hermeneutic circle, the essay situates him as an 'epistemic individual' whose ontology must be approached layer by layer, much like peeling an onion. The discussion engages critically with theories of nationalism—Benedict Anderson's Imagined Communities, Ernest Gellner's modernisation thesis, Partha Chatterjee's reading of Bankimchandra, and Sudipta Kaviraj's scepticism about the social base of Bengali print culture—to ask whether literary nationalism in colonial Bengal, exemplified by Bankimchandra Chattopadhyay and Dinabandhu Mitra, could genuinely ground a mass national consciousness. Against this backdrop, Rabindranath Tagore's shift from 'jati' to 'swadesh' and his programme of 'atmashakti' are read as an alternative, non-statist model of nation-building. The paper then turns to Ramananda's own contribution: his rationalist and critical temperament, comparable to the Socratic elenchus and the dialogic tradition of the Chandogya Upanishad; his confrontation with Sir Ashutosh Mukherjee over university funding; his refusal to be confined within sectarian Brahmo identity despite deep engagement with Ramakrishna and Vivekananda; his internationalism at the League of Nations in 1927; and his prescient essay 'The Clash of Two Cultures', read alongside Samuel Huntington's later thesis. The paper concludes that Ramananda's vision of India's 'Vishwarup Darshan'—a cosmopolitan, self-critical, and ethically grounded nationalism—offers a valuable alternative pathway for addressing contemporary cultural and democratic crises in India.

Keywords: Ramananda Chattopadhyay, nationalism, hermeneutics, epistemic individual, Vishwarup Darshan, colonial Bengal

আমরা আজ আধুনিকতার এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে এক গভীর সংকট ও পুনর্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আধুনিকতা সাধারণত ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং স্বার্থকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের দিকে তাকালে আমরা আধুনিকতার এই চেনা ছকটি ভেঙে যেতে দেখি। বাঁকুড়ার এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মে, চরম অর্থনৈতিক সংকট ও ঔপনিবেশিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েও তিনি কেন ব্রিটিশ সরকারের গোলামি বা লাভজনক পেশা বেছে নিলেন না? তাঁর মতো মেধাবী মানুষ চাইলেই বড় আইনজীবী বা বিচারক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন এক ভিন্ন পথ—নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন এক 'এপিস্টেমিক ইন্ডিভিজুয়াল' (Epistemic Individual) বা জ্ঞানতাত্ত্বিক তাপস।

রামানন্দকে বুঝতে হলে আমাদের 'হারমেনিউটিক সার্কেল' (Hermeneutic Circle)-এর আশ্রয় নিতে হবে। এর অর্থ হলো অংশ থেকে সমগ্রে এবং সমগ্র থেকে অংশে পৌঁছানোর এক নিরন্তর যাত্রা। রামানন্দ সেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের ফসল, যখন সমাজ সংস্কারের ধারাটি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী রূপ নিচ্ছে। তাঁর সমসাময়িক অক্ষয় কুমার দত্ত বা শিবনাথ শাস্ত্রীদের মতোই রামানন্দও সেই সময়ের এক বৃহৎ চেতনার অংশ ছিলেন। তাঁরা কেউ পদলোভী বা সম্পত্তিপ্রয়াসী ছিলেন না; বরং তাঁদের জীবন ছিল একটি বৃহত্তর সামাজিক মিশনের সঙ্গে একাত্ম। জাতি এবং জাতীয় চেতনার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবনার গ্রন্থিকরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এটুকু বললেই সবটা বলা হয় না। এই গ্রন্থিকরণের মধ্য দিয়ে একটা "অপর" নির্মাণের চেষ্টা চলতে থাকে। যেমন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বঙ্কিম ভারতবাসীর পরাজয়ের কারণ খুঁজেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে বাহ্যিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শক্তির আধিপত্য যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতবাসীর অপার শক্তি বা সার্বভৌমত্ব রয়েছে বলে মনে করতেন।[১]

কিন্তু ধারণাগতভাবে এই ফ্রেমওয়ার্কের অসুবিধা রয়েছে। কারণ জাতি নির্মাণ বা জাতি-চেতনা আধুনিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই আধুনিকতাকে ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে বলতে হয়, সমাজ পরিবর্তনের ধনতান্ত্রিক পথে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে প্রাচীন স্থানীয় গোষ্ঠী-চেতনার জায়গায় নতুন করে একটা আধুনিক আইডেন্টিটি বা পরিচিতি গড়ে ওঠে, যার ফলশ্রুতিতে গেলনার জাতীয়তাবাদী ভাবনার উদ্ভবকে দেখেছেন।[২] বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তাঁর ১৯৮৩ সালের 'ইমাজিন্ড কমিউনিটিজ' (Imagined Communities) গ্রন্থে যে যুক্তির কথা বলেন, তাতে মুদ্রণ-পুঁজি ও সংবাদপত্রের প্রসারের মধ্য দিয়ে এক ধরনের জাতীয় কল্পসমাজ তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৩] সেটা নিয়ে সুদীপ্ত কবিরাজ প্রশ্ন তুলেছেন যে, ভারতের ক্ষেত্রে কি এমন কোনো ব্যাপক পাঠক-সমাজ ছিল যাকে কল্পনা করার কথা বলা হচ্ছে?[৪] অর্থাৎ এখানে কি ততটা শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়েছিল? মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক ভিত্তি কি প্রসারিত হয়েছিল, বা হওয়া সম্ভব ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র বা সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের সৃষ্টি কতটা জনসমাজে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল? এখানে বঙ্কিমের ওপর পেশাগত চাপের কথা বলছি না, যার জন্য তাঁর পদোন্নতি হয়নি; বরং যেটা বলতে

---

[১] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse, জেড বুকস, ১৯৮৬, লন্ডন, পৃ. ৫৪।

[২] গেলনার, আর্নেস্ট, Nations and Nationalism, ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশার্স, ১৯৮৩, অক্সফোর্ড, পৃ. ৩৯।

[৩] অ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, ভার্সো, ১৯৮৩, লন্ডন, পৃ. ৬।

[৪] কবিরাজ, সুদীপ্ত, The Imaginary Institution of India: Politics and Ideas, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ১১৪।

চাইছি, সেটা ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, যেখানে আধুনিকতার একটা distorted, British extortionist form আমরা লক্ষ করেছি। যদি তাই হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতে জাতি-নির্মাণের প্রক্রিয়াটিও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবার কথা। ফলে সাহিত্য থেকে আমরা যে পার্সপেক্টিভ পাই, সেটাও বস্তুগতভাবে জোরালো হতে পারে না।

বঙ্কিমের সাহিত্য কালজয়ী হয়েও সেই কারণে সামাজিক নৈতিকতার বাইরে বৃহত্তর কোনো উত্তরণে ব্যর্থ। তাঁর উপজীব্য টানাপোড়েন আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কারবাদী মনের দ্বন্দ্ব। তিনি অবশ্যই ঐতিহাসিক চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যার মধ্যে অমর হয়ে আছে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'আনন্দমঠ'; কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের ব্রহ্মচেতনা কী বলে? যেখানে কর্মফলের কোনো জায়গা নেই, যেখানে ঈশ্বর করুণাময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। এগুলি কি আধুনিক জাতি-নির্মাণের পক্ষে সহায়ক? ফলে বঙ্কিমের লেখা যতটা ইতিহাস-নির্ভর, ততটাই আমাদের কাছে spiritual philosophy-এ পরিণত হয়েছে। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' প্রকৃতপক্ষে বাঙালির আত্মদর্শন। অবশ্যই আত্মদর্শন না থাকলে জাতি-নির্মাণ সম্ভব নয়, তবে যে জাতির নির্মাণের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, সেটা কি উচ্চবর্ণীয়, হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণির বাইরে সুবিশাল যে জনগোষ্ঠী—তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত বা উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল? তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করলেই বোঝা যায়, পূর্ণাঙ্গ মানব হিসেবে তিনি এক আদর্শ চরিত্র তুলে ধরেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, যাঁরা অরণ্যবাসী জনজাতি, তাঁদের কাছে গীতার বাণী কতটা বিশ্বাসযোগ্য রূপক হতে পারে?

তবে কেবল বঙ্কিম নয়, বরং সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে অসামান্য কাজগুলি রয়েছে, তার মধ্যে 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজ নীলকরদের অকথ্য নির্যাতন ও শোষণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে দীনবন্ধু মিত্র পারিবারিক চরিত্রগুলির দৃষ্টিতে সমসাময়িক সমাজ এবং অর্থনীতির মধ্য দিয়ে অসহায় ভারতের কৃষক পরিবারের ট্র্যাজেডি উপস্থাপন করেছেন।[৫] তিনি যে ভয়ানক বিভীষিকার চিত্রপট এঁকেছেন, তাতে কি কোনো বলিষ্ঠ জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠা সম্ভব? মনে হয় না।

পরিশেষে যে কথা বলে আপাতত শেষ করব, সেটা হলো রবীন্দ্রনাথ। তিনি তো জাতি, জাতীয়তা— এই শব্দগুলো ব্যবহারের পরিবর্তে বারবার স্বদেশ, স্বদেশিকতা এই কথাগুলো ব্যবহার করেছেন। স্পষ্টতই বোঝা যায়, তিনি অন্য paradigm-এ কাজ করছিলেন, যেখানে ইউরোপীয় চিন্তাকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। জাতীয়তার জায়গায় বৃহত্তর মানবিক পরিসরে উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। অর্থাৎ জাতি-নির্মাণ মানেই একটা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা গণ্ডি, যা না পারে মনে উদারতার বিকাশ ঘটাতে, না পারে দেশ-সমাজকে উদ্ধার করতে। তাই রাষ্ট্রকে তার ক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে, তিনি স্বদেশি সমাজে "আত্মশক্তি"-র কথা প্রচার করেছেন।[৬] এটা অন্যকে দেখানোর বিষয় নয়, বরং গভীর ভাবনায় জারিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগের কথা বলতে চেয়েছেন, যা তলা থেকে সবাইকে জুড়বে। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে রাবীন্দ্রিক ধারায় জাতি-নির্মাণ ইস্যু বড় কথা নয়, বরং দেশ গড়ার মূল মন্ত্র হলো নিজেদের আত্মশক্তির উদ্বোধন।

এই প্রেক্ষাপটেই রামানন্দের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে আসে। ১৮৬৫ সালে বাঁকুড়ার পাথরচাপুরিতে এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া রামানন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর

[৫] মিত্র, দীনবন্ধু, 'নীলদর্পণ', সম্পাদনা: ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থালয়, ১৯৬৯, কলকাতা, পৃ. ৪২।

[৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'স্বদেশী সমাজ', 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬১, কলকাতা, পৃ. ৭০২।

ডিগ্রি লাভ করেন।[৭] শিক্ষাজীবনের সূচনাতেই তিনি ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজবৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে এলাহাবাদের সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন— এই সিদ্ধান্তই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনদর্শনের প্রথম প্রকাশ। ১৮৯৭ সালে তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন, এবং মতান্তরের কারণে তা ত্যাগ করে ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রবাসী'।[৮] এর ছয় বছর পরে, ১৯০৭ সালে, ইংরেজি-ভাষী পাঠকদের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'দ্য মডার্ন রিভিউ', যা ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী সমাজের এক অপরিহার্য মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রবাসী'-র প্রথম সংখ্যা থেকেই এর প্রধান লেখকদের একজন ছিলেন, এবং জে.সি. বোস, পি.সি. রায়, যদুনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও শিল্পীরাও নিয়মিত লিখতেন।[১০] তদানীন্তন বাংলা সাংবাদিকতায় রামানন্দই প্রথম লেখকদের নিয়মিত সম্মানদক্ষিণা প্রদানের রীতি প্রতিষ্ঠা করেন, যা সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে পেশাদারি মর্যাদা দিতে সহায়তা করে। ১৯২৮-২৯ সালে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁর প্রকাশনা সংস্থার ওপর সরকারি দমন-পীড়ন নেমে আসে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; কিন্তু এই নিপীড়নও তাঁর সম্পাদকীয় স্বরকে স্তব্ধ করতে পারেনি। এই জীবনবৃত্তান্তই প্রমাণ করে যে রামানন্দের সাংবাদিকতা কোনো পেশাগত উপায় ছিল না, বরং তা ছিল এক নৈতিক ও দার্শনিক প্রকল্প—দেশসেবা ও সত্যের প্রতি নিঃশর্ত নিষ্ঠার প্রকাশ।

রামানন্দকে চিনতে হলে আমাদের তাঁর সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে হবে, যাকে দার্শনিক ভাষায় 'অনটোলজি' (Ontology) বলা হয়। পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো করে আমাদের তাঁর সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিত, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই এবং তাঁর ত্যাগের পরতগুলো বুঝতে হবে। তিনি কেন পুঁজিবাদী আধুনিকতার স্রোতে গা না ভাসিয়ে 'নদীর উল্টো দিকে' হাঁটার সাহস দেখালেন, সেটিই আজ আমাদের বড় জিজ্ঞাস্য।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন অত্যন্ত মুক্তমনা মানুষ। এই অর্থে তিনি আধুনিক এবং রামমোহন রায়ের যথার্থ উত্তরসূরি। অবশ্য আধুনিকতার অর্থ অন্বেষণ করলে সন্দেহ জাগে যে আধুনিকতা কতটা সত্যিই নিখাদ যুক্তিবাদী, নাকি যুক্তির নামে পশ্চিমী কালচারের সাম্রাজ্যবাদী অহংকার এই আধুনিকতার উন্নাসিকতা মেনে নিয়েছিল। এটা বলার কারণ দুটো: এক, নিৎশের দর্শন যা আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের সমালোচনা করতেও ছাড়েনি, কারণ প্রকৃত জ্ঞান কোনোভাবেই উন্নাসিক হবে না; দুই, হাবেরমাস, হর্খাইমার প্রমুখ পশ্চিমী দীপায়ন তত্ত্বের কড়া সমালোচনা করেছেন।[১১] আমরা দেখব রামানন্দের মধ্যেও এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল। জানি না এটাকে ক্রিটিক্যাল স্কুল বলা যাবে কিনা। তবে তার মধ্যে তার্কিক এই গুণটির বিশেষ প্রাধান্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাঁকে আমরা প্রাচীন গ্রিসের সফিস্ট ট্রাডিশনে

[৭] পাল, রিমঝিম, "More Than a journalist: The Man Who Gave India a Voice," The Better India, 8 ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ১।

[৮] Ministry of Culture, Government of India, "Ramananda Chatterjee, the Editor of The Modern Review," Indian Culture Portal, নয়াদিল্লি, পৃ. ১।

[৯] "Chronicling the Contribution of Ramananda Chattopadhyay," IOSR Journal of Humanities and Social Science, খণ্ড ৩০, সংখ্যা ৬, ২০২৫, পৃ. ৪৩।

[১০] "Chronicling the Contribution of Ramananda Chattopadhyay," IOSR Journal of Humanities and Social Science, খণ্ড ৩০, সংখ্যা ৬, ২০২৫, পৃ. ৪৪।

[১১] হাবেরমাস, ইয়ুর্গেন। The Philosophical Discourse of Modernity। অনুবাদ: ফ্রেডরিক লরেন্স, পলিটি প্রেস, ১৯৮৭, কেমব্রিজ, পৃ. ১০৬।

ফেলব কিনা সে নিয়ে আলোচনা হতে পারে। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর প্রশ্নোত্তরীয় প্রতিপক্ষ-খণ্ডন, যাকে এলেঙ্কাস পদ্ধতি বলে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত একটি সংলাপকে ভিত্তি করে "দর্শনের সংলাপ"— আমরা লক্ষ করেছি। রামানন্দ ঠিক অনুরূপ একটি দার্শনিক অনুসন্ধানের কথাকার না হলেও মননশীল বাঙালি পাঠকদের চিন্তার রসদ জোগাতেন। আজকের এই 'পোস্ট-ট্রুথ' বা উত্তর-সত্যের যুগে, রামানন্দের আপসহীন সত্যনিষ্ঠা আমাদের সংস্কৃতির জন্য এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাংবাদিকতা কোনো ব্যবসার মুনাফা লোটার কৌশল নয়, বরং এর মূল চালিকাশক্তি হওয়া উচিত দেশসেবা ও সত্যের নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠা। তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' ও 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা দুটি সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এমন এক বৌদ্ধিক ও মননশীল ভিত্তি তৈরি করেছিল, যা আজও সমকালীন সাংস্কৃতিক সংকট মোকাবিলায় এক বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারে।

একটা উদাহরণ দিই, তাহলেই স্পষ্ট হবে। এক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামানন্দের প্রবল বিতর্ক হয়েছিল, অথচ ভাবলেও অবাক লাগে দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী ছিলেন। আবার আশুতোষের মৃত্যুর পর প্রথম দীর্ঘ Obituary বা স্মরণলেখের লেখক ছিলেন রামানন্দই। বিতর্কটিও অত্যন্ত উপজীব্য: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আপত্তি ছিল এখানেই। অন্যদিকে রামানন্দ মনে করতেন যে অর্থ দেবে, সে শর্ত দিতেই পারে, ফলে সরকারের শর্ত আরোপের পূর্ণ এক্তিয়ার রয়েছে। এ ব্যাপারে আশুতোষ নাছোড়বান্দা হলে, রামানন্দ ব্যঙ্গের সুরে তাঁকে সমালোচনা করে বলেন যে, আশুতোষের তো অন্য উপায় রয়েছে, অর্থাৎ জজগিরি, কিন্তু ব্রিটিশ সাহায্য বন্ধ হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকেরা কি উপবাসী হবে?

এহেন রামানন্দ যে কেবল ধর্মে ব্রাহ্ম বলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেলা হবেন, তা কিছুতেই বলা উচিত হবে না। তাঁর 'প্রবাসী'-তে রামকৃষ্ণ থেকে বিবেকানন্দ থেকে নিবেদিতার কথা এত বার এসেছে যে বোঝা যায় তিনি কতটা হিন্দু মতের অনুরাগী ছিলেন। তবে সেটাই বড় কথা নয়, কারণ যুক্তিতর্কে না টিকলে তাকে তিনি প্রবলভাবে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। যেমন একদিকে হিন্দু শাস্ত্রের জাতপ্রথা এবং বকরিদের দিন পশুহত্যার প্রবল রক্তপাত—দুটিকেই সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। সাংস্কৃতিক সংকটের এই সন্ধিক্ষণে রামানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ভারতের এক 'বিশ্বরূপ দর্শন'-এর দিকে পরিচালিত করে। তাঁর এই বিশ্বজনীনতা গড়ে উঠেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সার্থক মেলবন্ধনে। তিনি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অন্ধভাবে পূজা না করে তাকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী ও গতিশীল করে তোলার কথা বলতেন। তাঁর চোখে ভারত ছিল রবীন্দ্রনাথের সেই 'ভারত-তীর্থ', যেখানে আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টান— সবাই মিলে এক মহামিলনের সমুদ্র তৈরি করে। এই সমন্বয়বাদী সংস্কৃতিই তাঁর কাছে ছিল ভারতের প্রকৃত 'বিশ্বরূপ দর্শন'। সমালোচক মার্জারি সাবিনের ভাষায়, রামানন্দের 'প্রবাসী' ও 'দ্য মডার্ন রিভিউ'-এ ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছে:

> "What constitutes the authentic Indian past? What foreign influences in the present should India welcome or shun? What directions for the future would allow India to become 'modern' without betraying its own identity?"[১২]

[১২] Sabin, Margery. উদ্ধৃত, "Sundays with The Modern Review," পর্যালোচনা, নীলাঞ্জনা রায়, nilanjanaroy.com, ১৭ জুন ২০১৮। প্রবেশের তারিখ: ১৪ জুন ২০২৬।

তিনি নিজে উচ্চশিক্ষিত হলেও তাঁর মন পড়ে থাকত সমাজের নিচু তলায় অন্ত্যজ শ্রেণির দিকে। ব্রিটিশ সরকারের আদায়ীকৃত রাজস্বের সিংহভাগ আসত এই কুলি, মজুর এবং কৃষিজীবীদের ওপর করারোপ করে। ফলে সেই রাজস্বে প্রথম অধিকার এই শ্রেণির—এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় তিনি জারিত ছিলেন। পোশাকি সমাজতান্ত্রিক দল তিনি কখনোই করেননি; এখানেও তাঁর অনন্যতা। ১৯২৭ সালে লিগ অফ নেশনস-এর আমন্ত্রণে জেনেভায় গিয়ে তিনি সরাসরি তাদের ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতি অনীহা ও বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। ব্যক্তিগত পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখতে তিনি লিগ অফ নেশনসের দেওয়া বিপুল ভ্রমণ খরচ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করেছিল যে ভারত কেবল ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়।

রামানন্দকে পড়তে গিয়ে হান্টিংটনের Clash of Civilizations-এর কথা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।[১৩] কীভাবে? তার উত্তরে দেখে নেওয়া যাক, রামানন্দ কী বলেছেন এবং স্বাধীনতার কত দিন আগেই বলে গিয়েছেন। তাঁর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সংবেদনশীল রচনা 'দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষ'-এ তিনি মন্তব্য করেছেন:

> "When two entirely different cultures meet and clash, two things may happen...First, one may cease to grow and perhaps even go out of existence, or it may reorient itself and carry on to a greater future. The latter process requires a great deal of cultural vitality and an abundance of willingness to unlearn and learn."[১৪]

এ থেকে বোঝা যায় তিনি সংস্কৃতির জীবনীশক্তিকে শেখবার ইচ্ছার প্রাচুর্য বলে বিবেচনা করতেন। এখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণশক্তি, যা তার অবিরত জ্ঞান অর্জনের স্পৃহার মধ্য দিয়ে তাকে সচল রাখে এবং মহোত্তর আকারে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ফলে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে রামানন্দের দ্বন্দ্ব হিন্দু-ব্রাহ্ম মতের দ্বন্দ্ব নয়, বরং পাশ্চাত্য এবং দেশীয় সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। তাঁর মন দুই প্রবাহেই ধৌত হয়েছে। তিনি নিজে ধর্মপ্রচারক নন, তবে বহু ধর্মব্রতী তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন, আশ্রয় পেয়েছেন। ভারতবর্ষকে প্রাচীন সভ্যতা মনে করলেও বারবার তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাত এবং মিথস্ক্রিয়ায় ভারতীয় চিন্তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সেটা ইংরেজ আমলেই ঘটেছে।

তাঁর কথায়, ইংরেজ আমলে ব্রাহ্মসমাজ, থিয়োসফিক্যাল সমিতি গড়ে ওঠে। আবার মুসলমানদের মধ্যে ওহাবি প্রচেষ্টা ইংরেজ আমলে উৎপন্ন, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের ভাব-আন্দোলন ইংরেজ রাজত্বকালেই, আবার সনাতন ধর্মের রক্ষার্থে রাধাকান্ত দেব প্রমুখের ধর্মসভা এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত, এই যুগেই পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম রক্ষা ও প্রচারের চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র এই সময়কার। এমনকি শ্রীঅরবিন্দ এই যুগেই পন্ডিচেরিতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে বিনষ্ট করেছে, একথা বলা যায় না।

অন্যদিকে পরাধীন জাতির মধ্যে যে নৈতিকতার জাগরণ ঘটে, প্রকৃত ধর্মের অধিষ্ঠান যে সেখানে— সে কথাও তিনি মনে করিয়ে দেন। তাঁর কথায় প্রভু যিশুর আবির্ভাব ধনবলে, জ্ঞানবলে অহংকৃত প্রভু জাতির মধ্যে

[১৩] Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order। সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, ১৯৯৬, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ২১।

[১৪] চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, 'দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষ', 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৪৭, কলকাতা, পৃ. ৬৫।

হয়নি, হয়েছিল প্যালেস্টাইনে। একইভাবে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেননি, তাঁরা জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতে। মনে হয় তাঁর এই শাণিত যুক্তির অবতারণার কারণেই 'প্রবাসী' তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, গোপাল হালদার রামানন্দের সম্পাদকীয় দক্ষতার প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে তাঁর নিপুণ পরিচালনায় এই পত্রিকাগুলি ভারতীয় সাংবাদিকতার উজ্জ্বল প্রদীপ ও শক্তির স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল।[১৫] এই মূল্যায়নের সঙ্গে যদি আমরা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত কবিরাজের আলোচনা মিলিয়ে দেখি, তাহলে বোঝা যায় রামানন্দের প্রকল্প আসলে বঙ্কিম-পরিকল্পিত সংকীর্ণ হিন্দু-জাতিসত্তার গণ্ডি এবং রবীন্দ্র-পরিকল্পিত বিশ্বমানবিক স্বদেশচেতনা— এই দুই ধারার মধ্যবর্তী এক সংশ্লেষ। তিনি একদিকে জাতীয়তাবাদী আবেগকে অস্বীকার করেননি, অন্যদিকে তাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখে এক বৃহত্তর মানবিক ও বিশ্বজনীন প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন। এই অর্থে রামানন্দ অ্যান্ডারসন-গেলনারের ইউরোপকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ তত্ত্ব এবং কবিরাজের সংশয়বাদী প্রশ্ন— দুটিকেই অতিক্রম করে এক ভারতীয় বিকল্প মডেলের সূচনা করেন, যেখানে জাতি-নির্মাণের ভিত্তি হলো নৈতিক আত্মসমীক্ষা ও আন্তঃসংস্কৃতিক সংলাপ, কোনো সংকীর্ণ গোষ্ঠী-পরিচিতি নয়। আজকের ভারতে যখন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেরুকরণ তীব্র হয়ে উঠছে, তখন রামানন্দের এই সংশ্লেষী দৃষ্টিভঙ্গি এক জরুরি দিশারি হয়ে ওঠে।

রামানন্দের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তাঁর বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি মনে করতেন, পাথর বা ধাতুর মূর্তির চেয়ে মানুষের কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমেই মহৎ প্রাণদের প্রকৃত স্মরণ করা উচিত। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর আর্কাইভগুলি সংরক্ষণ ও চর্চা করাই হবে তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান। তাঁর প্রদর্শিত সংশয়বাদী ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অংশ করে তোলা আজ সময়ের দাবি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনায় রামানন্দের 'বিশ্ব-নাগরিক' সত্তা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি শিখিয়েছিলেন ভারতপ্রেম মানে বিশ্বের প্রতি বিমুখতা নয়, বরং বিশ্বের সমস্ত মহৎ চিন্তাকে আত্মস্থ করে বিশ্বমঞ্চে ভারতের নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই ১৬১তম বর্ষে দাঁড়িয়ে আমরা যদি তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক দৃঢ়তার ছিটেফোঁটাও অর্জন করতে পারি, তবেই আমাদের গণতন্ত্রের শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত হবে।

পরিশেষে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংস্কৃতির প্রাণশক্তি লুকিয়ে আছে তার বহুমাত্রিকতা ও উদারতার মাঝে। অন্ধ সংস্কার নয়, বরং জ্ঞান ও ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে এক সমৃদ্ধ ও সংহতিপূর্ণ ভারতের স্বপ্নই তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর এই দর্শনেই ফুটে ওঠে ভারতের সেই 'বিশ্বরূপ', যেখানে সত্য, শিব ও সুন্দর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং যেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তি হয় মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা। রামানন্দের জীবন ও কর্ম আজও ভারতের সেই বিকল্প পথ নির্মাণে পথপ্রদর্শক হয়ে আছে। বিংশ শতকের বাঙালি মনীষার চর্চা আরও হওয়া প্রয়োজন, যেখানে রামানন্দের মতো প্রতিভার হীরকখণ্ডদের মূল্যবান জীবন ও সাধনা স্মরণ করে বাঙালি আগামীর পথ চলার পাথেয় খুঁজে পাবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণ বা 'এপিস্টিমোলজিক্যাল কোয়েস্ট' (Epistemological Quest)। তাঁকে কেবল অতীতের ইতিহাসের পাতা উলটে দেখা নয়, বরং তাঁর দর্শনের পুনর্পাঠের মধ্য দিয়ে আজকের এই সংকটের সময়েও সঠিক পথ খুঁজে নেওয়া সম্ভব।

---

[১৫] উদ্ধৃত, "With Contributors Like Nehru & Bose, This Editor's Work has Lessons for Modern India," The Better India, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ২।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse। জেড বুকস, ১৯৮৬, লন্ডন, পৃ. ৫৪।
২. গেলনার, আর্নেস্ট। Nations and Nationalism। ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশার্স, ১৯৮৩, অক্সফোর্ড, পৃ. ৩৯।
৩. অ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট। Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism। ভার্সো, ১৯৮৩, লন্ডন, পৃ. ৬।
৪. কবিরাজ, সুদীপ্ত। The Imaginary Institution of India: Politics and Ideas। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০, নিউ ইয়র্ক, পৃ. ১১৪।
৫. মিত্র, দীনবন্ধু। 'নীলদর্পণ'। সম্পাদনা: ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থালয়, ১৯৬৯, কলকাতা, পৃ. ৪২।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'স্বদেশী সমাজ'। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬১, কলকাতা, পৃ. ৭০২।
৭. পাল, রিমঝিম। "More Than a journalist: The Man Who Gave India a Voice." The Better India, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ১।
৮. Ministry of Culture, Government of India. "Ramananda Chatterjee, the Editor of The Modern Review." Indian Culture Portal, নয়াদিল্লি, পৃ. ১।
৯. Author not specified. "Chronicling the Contribution of Ramananda Chattopadhyay." IOSR Journal of Humanities and Social Science, খণ্ড ৩০, সংখ্যা ৬, ২০২৫, পৃ. ৪৩।
১০. চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা ও অন্যান্য, সম্পাদনা। Patriots, Poets and Prisoners: Selections from Ramananda Chatterjee's The Modern Review, 1907-1947। ভূমিকা: রামচন্দ্র গুহ, র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া, ২০১৬, নয়াদিল্লি, পৃ. ১২।
১১. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ। 'দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষ'। 'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৪৭, কলকাতা, পৃ. ৬৫।
১২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী'। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৭, কলকাতা, পৃ. ১১।

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse। জেড বুকস, ১৯৮৬, লন্ডন।
২. গেলনার, আর্নেস্ট। Nations and Nationalism। ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশার্স, ১৯৮৩, অক্সফোর্ড।
৩. অ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট। Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism। ভার্সো, ১৯৮৩, লন্ডন।
৪. কবিরাজ, সুদীপ্ত। The Imaginary Institution of India: Politics and Ideas। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০, নিউ ইয়র্ক।
৫. মিত্র, দীনবন্ধু। 'নীলদর্পণ'। সম্পাদনা: ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থালয়, ১৯৬৯, কলকাতা।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'স্বদেশী সমাজ'। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬১, কলকাতা।
৭. পাল, রিমঝিম। "More Than a journalist: The Man Who Gave India a Voice." The Better India, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

৮. Ministry of Culture, Government of India. “Ramananda Chatterjee, the Editor of The Modern Review.” Indian Culture Portal, নয়াদিল্লি।

৯. Author not specified. “Chronicling the Contribution of Ramananda Chattopadhyay.” IOSR Journal of Humanities and Social Science, খণ্ড ৩০, সংখ্যা ৬, ২০২৫।

১০. চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা ও অন্যান্য, সম্পাদনা। Patriots, Poets and Prisoners: Selections from Ramananda Chatterjee's The Modern Review, 1907-1947। ভূমিকা: রামচন্দ্র গুহ, র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া, ২০১৬, নয়াদিল্লি।

১১. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ। ‘দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষ’। ‘প্রবাসী’, কার্তিক, ১৩৪৭, কলকাতা।

১২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। ‘রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী’। ‘দেশ’, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৭, কলকাতা।